শিখন ঘাটতি পূরণ

করোনাকালীন দীর্ঘদিন শ্রেণিকার্যক্রম ও মুল্যায়ন বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীর বিরাট শিখন ঘাটতি (learning loss) পুরণে (বিগত দুই শ্রেণির মৌলিক জ্ঞান ও চলমান শ্রেণির পাঠদান) **শিখন ঘাটতি পূরণ** শিরোনামে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রজেক্ট কালঃ

সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২২ (প্রথম পর্যায়ে)।

প্রসেস ম্যাপঃ

১. শিখন শেখানোর ঘাটতি পূরণে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থান নিরূপন তথা বেইজ লাইন সার্ভে প্রস্তুত সহ শিক্ষার্থীর বিস্তারিত প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক সকল শিক্ষককে শিখন ঘাটতির বিষয়ে অনুধাবন ও ঘাটতি পূরণে করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

২. তিন মাস পর পুনরায় শিক্ষকগণকে নিয়ে সভা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অগ্রগতি নিরূপন করা হয়েছে।

৩. বিদ্যালয় পরিদর্শনে বেইজ লাইন সার্ভের বিষয়ে তথ্যাদি যাচাই করা হয়েছে।

শিখন ঘাটতি পূরণে সন্তোষজনক বিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর ঘাটতি নিরূপন ও অগ্রগতি পর্যালোচনায় পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়কে সতর্ককরণ পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪. শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পুরণে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সেরা তিনটি বিদ্যালয়কে পুরষ্কার ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

প্রভাবঃ

শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরনে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিখন ঘাটতি পুরনের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুত হয়েছে।